৩১-১২-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইসঃ ৩১-১২-৮২ মধুবন

সকল অলৌকিক ফ্রেন্ডসের জন্য বাপদাদার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

আজ, সকল ব্রাহ্মণ আত্মাদের হৃদয়-সখা, ওয়ান্ডারফুল রীতিতে রুহানী গোলাপ বাগিচায় এসেছেন, হৃদয়ের গান গাইতে এবং বন্ধুত্বের দায়িত্ব পূরণ করতে । তোমাদের সাথে মিলিত হতে আল্লা তাঁর বাগিচায় এসেছেন । সখা বলো বা ফ্রেন্ডস, সাধারণত বাগিচায় পরস্পর মিলিত হয় । সারা কল্পের অন্য কোনো সময়ে তোমরা এমন বাগিচা খুঁজে পাবেনা । আজ চারিদিকের বাচ্চারা একই আকাঙ্খা রাখে, তারা তাদের হৃদয়-সখার সাথে এই নিউ ইয়ার্স ডে'র উৎসব পালন করবে । বাপদাদা আজ শুধু তোমাদের সাকার স্বরূপে তাঁর সামনে বসা রুহানী ফ্রেন্ডসের সাথে মিলিত হচ্ছেন না , বরং হৃদয়-সখা সাকার সভা থেকে আকার রূপধারী বাচ্চাদের এবং স্নেহী আত্মাদের খুব বড় সভা দেখছেন । এত রুহানী ফ্রেন্ডস, সত্য ফ্রেন্ডস আর কার হতে পারে ? বাপদাদারও রুহানী নেশা যে এইরকম এত ফ্রেন্ডস না আর কেউ পেয়েছে আর না কেউ পাবে । সকলের হৃদয়-সঙ্গীত দূর থেকে এবং কাছের থেকেও শোনা যাচ্ছে । কোন সঙ্গীত ? "ও বাবা !" "বাবা বাবা" এই গীত একই সুরে একই অর্থে চারিদিক থেকে শোনা যাচ্ছে । বাচ্চা বলো বা ফ্রেন্ডস, তোমাদের সকলেরই একই বোল - "তুমি আমার !" আর খুদা দোস্তও একেকজনকে বলেন, "তুমি আমার ! বাহ্, আমার ফ্রেন্ডস !" গীত গাও ! (বোনেরা সাকার বাবার প্রিয় গীত গেয়েছে, তুমিই আমার ....)

মুখের এই গীত তো তোমরা অল্প সময়ের জন্য গাইতে পারো কিন্তু মনের গীত তো অনন্তকাল বাজতে থাকে । আজ, আজকের নিউ ইয়ার্স ডে'তে অনেক বাচ্চাদের খুব ভালো সঙ্কল্প, স্নেহের বোল বাপদাদার কাছে আগে থেকেই পৌঁছে গেছে । লোকে আজকের দিন অনেক খুশির সাথে উদযাপন করে । তারা একে অপরকে অভিবাদন জানায় । বাপদাদাও তাঁর মনের সকল অলৌকিক রুহানী মিত্রদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন ।

সদা সঠিক বিধি দ্বারা তোমরা নিরন্তর উন্নতি করতে থাকবে । সদা সকল প্রকার ধনভাণ্ডারে সম্পন্ন থাকবে । সদা ফারিস্তা হয়ে শারীরিক সমস্ত সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে উড়তে থাকবে । সদা তোমাদের নয়নে, অন্তরের অন্তস্তলে বাবাকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ে, এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এই নিষ্ঠাতে মগ্ন থাকবে । তোমরা সদা সব পরীক্ষা, সমস্যা,ব্যর্থ সঙ্কল্পকে জলের ওপর টানা রেখার মতো পার করে পাস উইথ অনার হয়ে যাবে । বাবা এই শ্রেষ্ঠ শুভ ভাবনার সাথে তোমাদের অভিবাদন করছেন । একেক অমূল্য রতনের বিশেষত্বের গীত গাইছেন । আজকের দিনে লোকে নাচে গায়, তাই না ! শুধু আজ নয় সদা নাচতে আর গাইতে থাকো । সদা সবাইকে অলৌকিক গিফ্ট দিয়ে যাও । যেমন বিশেষ ব্যক্তিত্বের বড় কোনো মানুষ কোথাও গেলে বা তাঁর কাছে কেউ এলে খালি হাতে যায়না । তোমরাও তো সবাই বড় থেকেও বড়, তাই না ! কখনো যদি কোনও ব্রাহ্মণ আত্মার সাথে বা অন্য কারও সাথে দেখা করো তো কিছু না দিয়ে তোমরা তাদের সাথে কিভাবে দেখা করবে । প্রত্যেককে শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার গিফ্ট সদা দিতে থাকো । বিশেষত্ব দাও আর বিশেষত্ব নাও । গুণ দাও আর গুণ নাও । এইরকম গডলি গিফ্ট সবাইকে অবিরত দিতে থাকো । কোনো ব্যাপার না কে কোন রকমের ভাবনা বা কামনা নিয়ে তোমার কাছে আসছে, তুমি শুধু সেই ব্যক্তিকে শুভ ভাবনার গিফ্ট দাও । শুভ ভাবনা এবং শ্রেষ্ঠ কামনার গিফ্টের স্টক যেন সদা ভরপুর থাকে । এমন সঙ্কল্পমাত্রও যেন না উৎপন্ন

হয় যে শেষ পর্যন্ত আমাকে কতখানি অন্যদের শুভ ভাবনার সাথে দেখতে হবে ! পরিশেষে এর কোনো সীমা আছে কি নেই ! এই সঙ্কল্প এটাই প্রমাণ করে এই গোল্ডেন গিফ্টের স্টক জমা নেই ।

দাতা, বিধাতা, বরদাতার বাচ্চারা ভাগ্যের রেখা টানা ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী তোমরা, এইজন্য সম্পদের ভাণ্ডার সদা ভরপুর থাকতে হবে । এই বছর কাউকে খালি থাকতে দিওনা । না কেউ খালি হাতে যাও, না খালি হাতে আসো । সবাইকে দিতেও হবে আর সবার থেকে নিতেও হবে । এটা গিফ্ট দেওয়ার বছর । শুধু একদিন নয়, সারা বছর, প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টা প্রতি সেকেন্ড এবং প্রতি সঙ্কল্প যা হয়ে গেছে তাতে আবার অলৌকিক নতুনত্ব নিয়ে আসবে তোমরা । নতুন দিন, নতুন রাত তো সবাই বলে কিন্তু শ্রেষ্ঠ আত্মাদের যখন নতুন সেকেন্ড, নতুন সঙ্কল্প থাকবে একমাত্র তখনই আগত নতুন দুনিয়ার নতুন ঝলক বিশ্বের আত্মাদের স্বপ্নরূপে বা সাক্ষাৎকার রূপে তোমরা দেখাতে পারবে । এখনো পর্যন্ত বিশ্বের আত্মারা জানতে ইচ্ছুক যে বিনাশের পরে কি হবে ? যাই হোক, এই বছর সকল আধার স্বরূপ আত্মাদের প্রতিটা সেকেন্ড এবং প্রতিটা সঙ্কল্প নতুন থেকেও নতুন, উঁচু থেকেও উঁচু , ভালো থেকেও ভালো থাকলে চারিদিক থেকে নতুন দুনিয়ার ঝলক দেখার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে আর তখন তারা দেখবে,0 'কি হবে' এর পরিবর্তে 'এইরকম হবে' । তারা উপলব্ধি করবে এইরকম ওয়ান্ডারফুল দুনিয়া শীঘ্রই আসবে এবং তারা খুব তাড়াতাড়ি বিজি হয়ে যাবে সেইরকম দুনিয়ার প্রস্তুতিতে । স্থাপনার আদিতে স্বপ্ন এবং সাক্ষাৎকারের বিশেষ ঐশ্বরিক লীলা ছিল, সেইরকম অন্তেও এই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষতার তোমরা নিমিত্ত হবে । চারিদিকে ইনিই তো, ইনিই তো, রব গুঞ্জরিত হবে এবং এই আওয়াজ অনেকের ভাগ্যের শ্রেষ্ঠত্বের নিমিত্ত হবে । এক থেকেই অনেক দীপক জ্বলে উঠবে ।

অতএব, এই বছর কি করতে হবে ? প্রকৃত দীপমালার উদযাপনের প্রস্তুতি নিতে হবে । পুরানো কথা, পুরানো সংস্কারের দশহরা পালন করো কারন দশহরার পরেই দীপমালা আসে । সুতরাং, আজ বাবা তাঁর হৃদয়-সখা আত্মাদের সাথে মনের কথা বলছেন । তোমরা মনের কথা কার কাছে বলো ? বন্ধুদের কাছেই তো বলো, তাই না? আচ্ছা, তোমরা অভিনন্দন পেয়েছ তো ! অভিনন্দনের সাথে সাথে নতুন বছরের উপহারও সঙ্গে সদা রেখো । কত উপহার চাই ? সবার মধ্যে অনেক আছে এবং একের মধ্যে অনেক মিশে আছে । সবচেয়ে বড় উপহার বাপদাদা সব বাচ্চাদের ডায়মন্ড কি দিয়েছেন যা দিয়ে তোমরা যে ভান্ডার চাও তা' তোমাদের সামনে হাজির হয়ে যাবে । 'ডায়মন্ড কী ' একটাই বোল, বাবা । এই চাবি থেকে ভালো চাবি কোথাও পাবে তোমরা ? এমনকি সত্যযুগেও এমন চাবি পাবেনা । তোমাদের সবার কাছে এই ডায়মন্ড কী সাবধানে আছে, তাই না ! চুরি তো হয়নি, হয়েছে ? চাবি হারিয়েছ তো সব ঐশ্বর্য হারালে, এইজন্য সদা চাবি সাথে রাখতে হবে । কি চেইন আছে তোমাদের ? নাকি শুধু চাবিই আছে ? 'কী'-র চেইন, সদা সর্ব সম্বন্ধের স্মৃতিস্বরূপ হতে থাকো । তাহলে তো তোমরা 'কী চেইন '-এর গিফ্ট পেয়েছ, তাই না ! সবচেয়ে বড় গিফ্ট এই চাবি । এর সাথে বাবা বছরের জন্য তোমাদের নির্মিত প্রতিজ্ঞার বালাও দিচ্ছেন । প্রতিজ্ঞার বালা কি ? তোমাদের আগেই এটা বলা হয়েছে, যখন তোমরা অন্যান্য আত্মাদের সম্পর্কে থাকো, প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা সঙ্কল্প অনুক্ষণ নতুন থেকেও নতুন অর্থাৎ উঁচু থেকেও উঁচু হওয়া উচিৎ । নিচের জিনিস না দেখবে আর না নিচের স্টেজ আপন করবে, তোমরা নিচে থাকাকালীন । সদা উঁচুতে থাকো । উঁচু বাবা, উঁচু বাচ্চা, উঁচু স্টেজ এবং তখন উঁচু থেকেও উঁচু সবার সেবা হবে । এটাই প্রতিজ্ঞার বালা ।

একইসঙ্গে সকল গুণের শৃঙ্গারের বক্স । ভ্যারাইটি সেটের শৃঙ্গার বক্স । যে সময় যে শৃঙ্গার চাই সেই সময় সেই সেট ধারণ করে সদা সুশোভিত থাকো । কখনো সহনশীলতার সেট প'রো, কিন্তু ফুলসেট প'রো । শুধুমাত্র সেটের একটা অংশ প'রোনা । তোমাদের কানে সহনশীলতার শৃঙ্গার হতে হবে, হাতেও সহনশীলতার শৃঙ্গার হবে । এইরকম বিভিন্ন সময়ে রকমারি শৃঙ্গার করে বিশ্বের সামনে ফরিস্তা রূপ এবং দেব রূপে তোমরা প্রখ্যাত হয়ে যাবে । এই ত্রিমূর্তি উপহার সদাসর্বদা সাথে রেখো ।

তোমরা জানো, কিভাবে ফ্রেন্ডশিপের দায়িত্ব পালন করা হয়, তাই না ? ডবল বিদেশিরা খুব ভালো ফ্রেন্ডস্ তৈরি করে, তোমরা কিন্তু অবশ্যই অবিনাশী ফ্রেন্ডশিপ রেখো । ডবল বিদেশিরা বিচ্ছেদ ঘটাতেও তৎপর, বন্ধুত্ব করতেও পটু । এই মুহূর্তে তোমরা বন্ধু তো পরমুহূর্তে নও, তোমরা এইরকম করবে না তো ! করবে ? বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের দেখে আনন্দিত হন, চতুর্দিক থেকে সঙ্কেত পাওয়ার সাথে সাথে তোমরা পুরানো পরিচিতি উপলব্ধি করতে পেরেছ । বাবা বাচ্চাদের খুঁজে পেয়েছেন আর বাচ্চারা তাঁকে চিনে নিয়েছে । এই বিশেষত্ব দেখে বাপদাদাও অভিনন্দন জানাচ্ছেন এইজন্য সদা মায়াজিৎ হও । আচ্ছা ।

হারানিধি বাচ্চাদের অবিনাশী ফ্রেন্ডশিপের দায়িত্ব পালনকারী অবিনাশী ফ্রেন্ডদের হাতে হাত দিয়ে সাথী হয়ে অবিরত গডলি গোল্ডেন গিফ্ট কার্যে প্রয়োগকারী সদা সম্পন্ন , সদা মাস্টার দাতা, সবার জন্য মাস্টার ভাগ্য বিধাতা, চারিদিকের এইরকম স্নেহী সহযোগী বাচ্চাদের সাকার রূপে এবং সূক্ষ্ম রূপে স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

বিদেশী টিচারদের সাথে :- নিমিত্ত শিক্ষকদের দেখে বাপদাদা অতি পুলকিত হচ্ছেন । কত নিষ্ঠা এবং স্নেহের সাথে তোমরা তোমাদের নিজেদের জায়গায় থেকে সদা শক্তিস্বরূপের স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্বশক্তির অনুভব করাতে থাকো । এখন তোমরা সাধারণ নারী বা কুমারীর রূপ নও বরং সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাধারী আত্মা । বাপদাদার শো- কেসের শোপিস তোমরা । তোমাদের সবাইকে দেখে সকল আত্মারা বাপদাদাকে চিনতে পারে । প্রত্যেক নিমিত্ত শিক্ষকের ওপর বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্ব আছে । তোমাদের নিজেদের বেহদের সেবাধারী বলে মনে হয় ? তোমরা নিজেদের এক এরিয়ার কল্যানকারী মনে করোনা তো, তাই না ! হয়তো এক জায়গাতেই বসে থাকবে কিন্তু তোমরা তো লাইট হাউজ, তাই না ! চতুর্দিকে তোমরা লাইট ছড়িয়ে দাও । তবে কি তোমরা ছোট বাল্ব হয়ে শুধু এক স্থানেই আলো দেবে নাকি লাইট হাউজ হয়ে সারা বিশ্বকে আলোকিত করবে ? তোমরা শুধুই লাইট বা সার্চলাইট নাকি লাইট হাউজ ? তোমরা তো খুব ভালো সাহসিকতা বজায় রেখেছ । তোমরা সবাই খুব ভালো করছ । ভবিষ্যতেও ভালো থেকে ভালো করতে থাকো । তোমরা টিচাররা সদাই মায়াজিৎ, তাই না ! যদি টিচারদের কাছে মায়া আসবে তো স্টুডেন্টের দশা কি হবে ? তোমার কাছে মায়া যদি একবার আসে তো তাদের কাছে দশবার আসবে, এইজন্য শুধুমাত্র স্যালুট জানাতেই মায়ার আসা উচিৎ, তোমাদের অর্থাৎ টিচারদের কাছে, নয়তো নয় !

নিমিত্ত শিক্ষকের স্বরূপ সদা আনন্দিত , সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান, এইরকম সীটে সদা সেট থাকো । টিচারদের থাকার স্থানই উঁচু স্থিতি । তোমরা সেন্টারে থাকনা কিন্তু উঁচু স্টেজে থাকো । উঁচু স্টেজ অর্থাৎ হৃদয় সিংহাসনে মায়া আসতে পারেনা । যদি নিচে নামো তো মায়া আসবে । তোমরা পাণ্ডবরা বাপদাদারও সহযোগী রাইট হ্যান্ড , তাই না ! তোমরা সব পাণ্ডবরা তো বিজয়ী , তাই না ! এতকাল ধরে মায়ার সাথে অনেক খেলা খেলেছ । এখন বিদায় দাও , সদাকালের জন্য তার বিদায়ী

উৎসব উদযাপন করো । তোমাদের খুব ভালো চান্স দেওয়া হয়েছে এবং তোমরাও সেই চান্স নিয়েছ । আচ্ছা ।

গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাৎকারঃ –
বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্য দেখে আনন্দিত হন । তোমরা বাচ্চারা প্রত্যেকে নিজের ভাগ্য লাভ করছ । সঙ্গমে প্রত্যেক আত্মার ভাগ্য আলাদা আলাদা এবং প্রত্যেকের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ । কেন ? কারণ যখন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বাবার বাচ্চা হয়েছ তখন ভাগ্য তো শ্রেষ্ঠই হয়ে গেল, তাই না ! এই একের থেকে না কোনো বাবা শ্রেষ্ঠ আর না এই ভাগ্যের থেকে কোনো ভাগ্য শ্রেষ্ঠ । বাবা হলেন উচ্চতম । এটা তোমাদের মনে থাকে, তাই না ! ভাগ্যবিধাতা আমার বাবা ! এর থেকে বড় নেশা আর কি হতে পারে ! লৌকিকে একজন বাচ্চার নেশা থাকে যে আমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, জজ অথবা প্রাইম মিনিস্টার । কিন্তু তোমাদের নেশা থাকে আমার বাবা ভাগ্যবিধাতা । উচু থেকে উঁচু ভগবান । সদা এই নেশা থাকে তোমাদের নাকি কখনো কখনো ভুলে যাও ? যদি তোমরা তোমাদের ভাগ্য ভুলে যাও, তবে কি হবে ? তাহলে তোমাদের ভাগ্য পাওয়ার জন্য আবার মেহনত করতে হবে । হারিয়ে যাওয়া জিনিস পাওয়ার জন্য মেহনত তো করতেই হয় । বাবা এসে তোমাদের মেহনত থেকে বাঁচিয়েছেন । অর্ধেক কল্প মেহনত করেছ,, তোমাদের পারস্পরিক ব্যবহারেও মেহনত করেছ, ভক্তিতে, ধর্মক্ষেত্রে, সবকিছুতে মেহনতই করেছ । আর এখন তোমরা সব মেহনত থেকে রেহাই পেয়েছ । এখন পারস্পরিক ব্যবহারও পরমার্থের আধারে সহজ হয়ে যায় । তোমরা নামেমাত্র নিমিত্ত হয়ে সবকিছু করো । যারা নামে নিমিত্ত হয়ে সবকিছু করবে সদা তাদের সবকিছু সহজ অনুভব হবে । এটা পরস্পরের ব্যবহার নয় বরং শুধু একটা খেলা । মায়ার তুফান নয় বরং ড্রামা অনুসারে তোমাদের উপহার দেওয়া হয়েছে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহায্যে । সুতরাং, মেহনত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে তো ! উপহার নিতে কোনো মেহনত হয়না তো ? তাহলে এইভাবে যারা মেহনত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে সদা ভাগ্যবিধাতার সাথে মাস্টার ভাগ্যবিধাতা হয়ে থাকে, তাদের বলা হয়ে থাকে শ্রেষ্ঠ আত্মা ।

স্যান অ্যান্টিনিও থেকে আসা গ্রুপের সাথে : –
সবাই তোমরা নিজেদের বিশেষ আত্মা বলে মনে করো ? কোন স্থানে এসে তোমরা পৌঁছেছ ? একবার শুধু ভাবো যে এমন ভাগ্য বিশ্বের কত আত্মাদের হবে যারা সামনে এসে মুখোমুখি মিলনোৎসব পালন করতে পারে ! এর থেকে বড় ভাগ্য তোমরা কি চাইতে পারো ! সদা নিজের এই ভাগ্যকে স্মৃতিতে রাখো, তবে তোমার ভাগ্যের প্রাপ্তির খুশি দেখে আত্মারা আরও কাছে আসবে এবং তারাও তাদের নিজেদের ভাগ্য গড়বে । সদা খুশি থাকো । তোমরা বাবার বাচ্চা হয়েছ তো উত্তরাধিকার সূত্রে কি লাভ করেছ ? খুশির প্রাপ্তি তো হয়েছে, তাই না ? সদাসর্বদা এই খুশি তোমরা সাথে রেখো, ফেলে রেখে যেওনা । তোমরা খুশির ভাণ্ডারের মালিক হয়ে গেছ । সুতরাং, সদা খুশিতে উড়তে থেকো । এতে ট্রাই করার কোনো ব্যাপার নেই ! যদি বলো ট্রাই করবে তো সদাই ক্রাই করবে । বাবার বাচ্চা হয়েও তোমাদের ট্রাই করতে হবে ? 'ট্রাই করব' এই শব্দ এখানে ছেড়ে দিয়ে যাও । বাবা এবং বরসা সদা যেন সাথে থাকে । কম্বাইন্ড থাকো । কেননা বাবা যেখানে ঐশ্বর্য ভান্ডার স্বতঃই সেখানে থাকবে । এই একটা কথা সদা স্মরণে রেখো, বাবা সদা আমার সাথে আছেন । বরসা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার ।

নববর্ষের শুভেচ্ছা(রাত বারোটায়):- নতুন বছরের সব বাচ্চাদের সারা বছরের জন্য অভিনন্দন । এমন অমূল্য রত্ন যারা বাবাকে চিনেছে এবং বাবাকে প্রত্যক্ষ করার দায়িত্বের মুকুট ধারণ করেছে, এমন সদা সেবাধারী অনন্য মুকুটধারী সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের নিজের নিজের নামসহ অভিনন্দন গ্রহণ করো ।

লন্ডন নিবাসী নিমিত্ত জনক বচ্চি এবং সাথে আদি রত্ন রজনী বচ্চি আর মুরলি বচ্চিও এবং সবচেয়ে অতি স্নেহী, বাবা সমান ছোট বচ্চি জয়ন্তী এবং যে সকল বাচ্চারা সেবাতে উপস্থিত আছে, যেমন বৃজ রানী, তোমরা সবাই তোমাদের উজ্জ্বল দীপ্তি খুব ভালো শো করছ । তোমরা যে সেবা করছ, সেই সেবাতে অলৌকিকতা ভরা আছে । এইভাবে সব বাচ্চারা তোমাদের নিজের নিজের নামে অভিনন্দন গ্রহণ করো ।

এটা নতুন বছর, নতুন উদ্যম, নতুন উৎসাহ । এই বছর প্রতিদিন সদাই উৎসব মনে করে উৎসাহ দিতে থাকো । এই সেবাতে সদা তৎপর থেকো । আচ্ছা - সব বাচ্চাকে বাপদাদার অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে স্নেহ এবং স্মরণ ।

বরদান :- বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা রুহানী ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করে ডবল সেবাধারী ভব

যেমন বাণী দ্বারা সেবা করছ, সেইরকম বাণীর সাথে বৃত্তি দ্বারা সেবা করলে ফাস্ট সেবা হবে । কারণ বোল কোনো সময় ভুলে যেতে পারে কিন্তু ভাইব্রেশনের দ্বারা মন এবং বুদ্ধিতে ছাপ লেগে যায় । সুতরাং, এই সেবা করার জন্য বৃত্তিতে কারও জন্যও ব্যর্থ ভাইব্রেশন যেন না হয় । ব্যর্থ ভাইব্রেশন রুহানী ভাইব্রেশনের সামনে এক প্রাচীর তৈরি হয়ে যায় । এইজন্য মন -বুদ্ধিকে ব্যর্থ ভাইব্রেশন থেকে মুক্ত রাখো, তবেই ডবল সেবা করতে পারবে ।

স্লোগানঃ- অনুযোগ করার পরিবর্তে স্মরণে থাকো তো সর্বাধিকার প্রাপ্ত হবে ।